

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ২(১১) কর-৩/৯২

তারিখঃ ০৩/০২/৯২ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)  
১৯৯২-৯৩

বিষয়ঃ স্বায়ত্বশাসিত এবং অর্ধ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাপ্তব্য বেতনের উপর করের উপর কর (tax on tax) অব্যাহতি প্রসঙ্গে।

সরকার এতদ্বারা নির্দেশ দিলেন যে, স্বায়ত্বশাসিত/অর্ধ-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, জাতীয়করণকৃত ব্যাংক, জাতীয়করণকৃত কর্পোরেশনসমূহ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ, অধিগ্রহণকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ (takenover concerns) এবং পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদেয় বেতনের জন্য আয়কর প্রদানের বেলায় করের উপর কর (tax on tax) প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

মোহাম্মদ আলী  
সদস্য (আয়কর)

**Bangladesh Tax Update**  
[www.kdroy.com.bd](http://www.kdroy.com.bd)/[www.ltr.com.bd](http://www.ltr.com.bd)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ২(২৫) কর-৭/৯২

তারিখঃ ০১/০৬/৯২ ইং

পরিপত্র নং-২ (আয়কর)  
১৯৯২-৯৩

ইদানিংকালে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কর পরিদর্শকগণ কর মামলা অনুসন্ধানকালে করদাতাদের নিকটে এমন কতিপয় প্রশ্নের অবতারণা করিতেছে যাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই অথবা ইতিপূর্বে করদাতাদের কর নির্ধারণের মাধ্যমে উহা নিরসিত হইয়াছে। কর পরিদর্শকগণ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রানি এবং ভীতি প্রদর্শনের একাধিক ঘটনাও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোচরীভূত হইয়াছে। এই জাতীয় ঘটনা করদাতা এবং বিভাগের জন্য সমভাবে অনভিপ্রেত। অধিকন্তু ইহা করদাতা ও কর বিভাগের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক বিঘ্নিত করিবে এবং করদাতাদের নিকট কর বিভাগের ভাবমূর্তি নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ণ করিবে। এই ঘটনাবলী সরকারের রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়ার উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে।

এই প্রকার অনভিপ্রেত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ, করদাতা এবং কর বিভাগের চলমান সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং কর পরিদর্শকদের কার্যক্রম সঠিক নিরিখে ব্যবহারের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইহার এই নির্দেশ প্রদান করিতেছে যে, সংশ্লিষ্ট আয়কর নথিতে কর পরিদর্শকের পরিদর্শনের ব্যাখ্যা এবং সুনির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক উপ কর কমিশনারের লিখিত এবং পরিদর্শী যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন কর পরিদর্শক অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

এই আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হইবে।

মোঃ হাফিজুর রহমান  
দ্বিতীয় সচিব (কর-৭)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ২(২৫) কর-৭/৯২

তারিখঃ ১৫/০৭/৯২ ইং

পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)  
১৯৯২-৯৩

ইদানিংকালে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কর পরিদর্শকগণ কর মামলা অনুসন্ধানকালে করদাতাদের নিকটে এমন কতিপয় প্রশ্নের অবতারণা করিতেছে যাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই অথবা ইতিপূর্বে করদাতাদের কর নির্ধারণের মাধ্যমে উহা নিরসিত হইয়াছে। কর পরিদর্শকগণ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রানি এবং ভীতি প্রদর্শনের একাধিক ঘটনাও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোচরীভূত হইয়াছে। এই জাতীয় ঘটনা করদাতা এবং বিভাগের জন্য সমভাবে অনভিপ্রেত। অধিকন্তু ইহা করদাতা ও কর বিভাগের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক বিঘ্নিত করিবে এবং করদাতাদের নিকট কর বিভাগের ভাবমূর্তি নিদারুণভাবে ক্ষুন্ন করিবে। এই ঘটনাবলী সরকারের রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়ার উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে।

এই প্রকার অনভিপ্রেত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ, করদাতা এবং কর বিভাগের চলমান সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং কর পরিদর্শকদের কার্যক্রম সঠিক নিরিখে ব্যবহারের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইহার পরিপত্র নং-১/(আয়কর)/৯২ তারিখ ১/৬/৯১ ইং আংশিক সংশোধনপূর্বক এই নির্দেশ প্রদান করিতেছে যে, সংশ্লিষ্ট আয়কর নথিতে কর পরিদর্শকের পরিদর্শনের কারণ এবং সুনির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক উপ কর কমিশনারের লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন কর পরিদর্শক অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

এই আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হইবে।

জি,এম, ফারুক  
দ্বিতীয় সচিব (কর-৭)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৬(১৩) কর-৩/৯২

তারিখঃ ০৫/০৮/৯২ ইং

পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)  
১৯৯২-৯৩

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ১৯৯২ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, আয়কর বিধিমালা, সম্পদ কর আইন, বিদেশ ভ্রমণ কর আইন ও বিজ্ঞাপন আইনে আনীত বিভিন্ন সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

(ক) আয়করঃ

অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত সংশোধন/সংযোজনের প্রেক্ষিতে এবং ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আয়কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রাসঙ্গিক সংশোধন/সংযোজন করা হইয়াছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালায় আনীত সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন সমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলঃ

১। বিদ্যমান "ফাইলিং প্রেশোল্ড" পদ্ধতির পরিবর্তে "কনভেনশনাল একজেম্পশন লিমিট" পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২ এর ক্লজ (৬৩) এর বিলুপ্তকরণ :

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে করারোপনের ক্ষেত্রে "ফাইলিং প্রেশোল্ড" পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত। এই পদ্ধতিতে কোম্পানী এবং অনিবাসী করদাতা ব্যতীত একজন করদাতার মোট আয় হইতে ৬ষ্ঠ তপশীলের পার্ট "বি" তে বর্ণিত প্রাপ্য ভাতাদি সরাসরি বিয়োজনের পর নিরূপিত করযোগ্য আয়ের (taxable income) উপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হয়। কিন্তু নূতন প্রবর্তিত "কনভেনশনাল একজেম্পশন লিমিট" পদ্ধতিতে "করযোগ্য আয়" (taxable income) হিসাবে কোন স্বতন্ত্র/পৃথক সংজ্ঞা নাই। নূতন পদ্ধতিতে মোট আয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে করারোপন করা হইবে। তবে, মোট আয়ের প্রথম ৪০,০০০/- টাকার উপর কোন কর দিতে হইবে না। প্রাপ্য ভাতাদি সরাসরি বিয়োজনের পরিবর্তে ১৫% হারে অনুমোদনযোগ্য কর রেয়াত (investment tax credit) দেওয়া হইবে।

নিম্নে "কনভেনশনাল একজেম্পশন লিমিট" পদ্ধতিতে কর গণনার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইলঃ

ক্রমিক

নং

১।

টাকা = ১,০০,০০০/-

প্রথম = ৪০,০০০/-

অবশিষ্ট = ৬০,০০০/-

পরবর্তী = ২০,০০০/-

অবশিষ্ট = ৪০,০০০/-

হার

শূন্য

১৫%

২০%

কর

---

৩,০০০/-

৮,০০০/-

১১,০০০/-

বাদঃ মোট আয়ের সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত  
বিনিয়োগ, অর্থাৎ ২০,০০০/- টাকার উপর  
১৫% হারে কর রেয়াত

করদায় --

৩,০০০/-

৮,০০০/-

২।

টাকা = ১১,০০,০০০/-

প্রথম = ৪০,০০০/-

অবশিষ্ট = ১০,৬০,০০০/-

পরবর্তী = ২০,০০০/-

অবশিষ্ট = ১০,৪০,০০০/-

পরবর্তী = ১,৫০,০০০/-

অবশিষ্ট = ৮,৯০,০০০/-

পরবর্তী = ৩,০০,০০০/-

অবশিষ্ট = ৫,৯০,০০০/-

শূন্য

১৫%

২০%

২৫%

৩০%

--

৩,০০০/-

৩০,০০০/-

৭৫,০০০/-

১,৭৭,০০০/-

২,৮৫,০০০/-

বাদঃ ১১,০০,০০০/- মোট আয়ের সর্বোচ্চ  
বিনিয়োগের পরিমাণ টাকাঃ ১,০০,০০০/-  
এর উপর ১৫% হারে কর রেয়াত

করদায় --

১৫,০০০/-

২,৭০,০০০/-

কিন্তু অর্থ আইন, ১৯৯২ এর চতুর্থ তফশীলের প্রথম শর্ত অনুযায়ী এইরূপ করদায় (১১,০০,০০০ - ৪০,০০০) ১০,৬০,০০০/- টাকা এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২,৬৫,০০০/- টাকায় সীমাবদ্ধ থাকিবে।

বিনিয়োগের উপর অনুমোদনযোগ্য কর রেয়াতের ফলে আরোপযোগ্য করের পরিমাণ ঋণাত্মক হইলে, "শূন্য দাবী" নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে কোন রিফান্ড সৃষ্টি হইবে না।

২।

গৃহ সম্পত্তি আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে আদায় খরচ ও মেরামত খরচকে একীভূত করিয়া আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর ক্লজ (সি) ও ক্লজ (আই) বিলুপ্তকরণ এবং ক্লজ (এইচ) এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী গৃহ-সম্পত্তি খাতে আয় নিরূপনে সন্তোষজনক প্রমাণ সাপেক্ষে মোট বার্ষিক মূল্যের সর্বোচ্চ ২.৫ শতাংশ আদায় খরচ এবং ১/৬ অংশ বিধিবদ্ধভাবে মেরামত খরচ হিসাবে প্রদান করা হইত। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর



মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৫ এর উপ ধারা (১) এর ক্লজ (সি) ও ক্লজ (আই) বিলোপ করা হইয়াছে এবং ক্লজ (এইচ) প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। প্রতিস্থাপিত ক্লজ (এইচ) অনুযায়ী গৃহ-সম্পত্তি খাতে আয় নিরূপনে কোনরূপ প্রমাণাদি উপস্থাপন ব্যতিরেকেই আদায় খরচ ও মেরামত খরচ বাবদ মোট বার্ষিক মূল্যের ১/৫ অংশ বিধিবদ্ধভাবে প্রদানের বিধান করা হইয়াছে।

৩। সরকারী সিকিউরিটি এবং পাবলিক কোম্পানীর ষ্টক ও শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফাকে কর অব্যাহতি প্রদান -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৭) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সরকারী সিকিউরিটিস এবং পাবলিক কোম্পানীর ষ্টক ও শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফার (capital gains) উপর কর অব্যাহতি পাইতে হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (sale proceeds) অনুরূপ মূলধনী সম্পদ ক্রয়ে বিনিয়োগ করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৭) এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নপূর্বক উল্লেখিত মূলধনী সম্পদ হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফাকে নিঃশর্তভাবে কর অব্যাহতি প্রদানের বিধান করা হইয়াছে।

৪। বিনিয়োগ ভাতা প্রদান এবং বিনিয়োগের উপর ১৫% হারে কর রেয়াত (tax credit) প্রদানের লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশের ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'বি' তে উল্লেখিত আয় ও অংকসমূহের উপর কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে করারোপ করা হইত না। তাহাছাড়া, ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'বি' এর অনুচ্ছেদ ১ হইতে ১৪ এবং ১৭ তে উল্লেখিত মোট রেয়াতের পরিমাণ করদাতার মোট আয়ের ৩০ শতাংশ বা ১ লাখ টাকার মধ্যে যেইটি কম তাহাকে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) এর সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপ বিধান করা হইয়াছেঃ

(ক) ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (এ) অনুযায়ী ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'বি' এর অনুচ্ছেদ ১৫ এবং ১৬ তে উল্লেখিত অংকের উপর পূর্বের ন্যায় কর প্রদেয় হইবে না।

(খ) ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (বি) অনুযায়ী করদাতার মোট আয়ের উপর প্রদেয় কর হইতে ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'বি' এর অনুচ্ছেদ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩ এবং ১৭ তে উল্লেখিত অংকসমূহের উপর ১৫ শতাংশ হারে কর রেয়াত (tax credit) পাইবেন।

(গ) ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ৬ষ্ঠ তফশীল, পার্ট 'বি' এর অনুচ্ছেদ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩ এবং ১৭ তে উল্লেখিত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ করদাতার মোট আয়ের ২০ শতাংশ অথবা ১ লক্ষ টাকা এই দুইটির মধ্যে যেইটি কম, তাহাকে সীমিত রাখা হইবে।

৫। কর অবকাশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের (শিল্প ও টুরিস্ট প্রতিষ্ঠান) জন্য করমুক্ত আয় বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধানের পরিবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৫ এবং ৪৬ এর উপ-ধারা (২বি) এর ক্রুজ (সি) এর সংশোধন এবং উহার পর নূতন ক্রুজ (সিসি) সংযোজনঃ ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কর অবকাশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে করমুক্ত আয়ের ন্যূনতম ২০ শতাংশ সরকারী বন্ড/সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইত। কিন্তু এই বিধানে বিনিয়োগের কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট ছিল না বা ত্রয়কৃত বন্ড বা সিকিউরিটি কতদিন ধরিয়া রাখিতে হইবে তাহাও উল্লেখ ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৫ ও ৪৬ এর উপ-ধারা (২বি) এর ক্রুজ (সি) এর সংশোধন এবং তৎপর নূতন ক্রুজ (সিসি) সংযোজন পূর্বক নিম্নরূপ বিধান করা হইয়াছেঃ

(ক) কর অবকাশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের করমুক্ত আয়ের ১৫ শতাংশ সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটি ত্রয়ে বিনিয়োগ করিতে হইবে। আয় বৎসর (income year) শেষ হওয়ার পরবর্তী নয় মাসের মধ্যে এই বিনিয়োগ সম্পন্ন করিতে হইবে এবং এই বন্ড বা সিকিউরিটি কমপক্ষে ৩ বৎসর রাখিতে হইবে। উল্লেখ্য, যাহারা ইতোপূর্বে বিধান অনুসারে বিনিয়োগ করেন নাই, তাহারাও তাহাদের বকেয়া দায় অনুসারে ১৯৯২-৯৩ অর্থ বৎসরের মধ্যে বিনিয়োগ সম্পন্ন করিবেন।

(খ) ইহা ছাড়াও কর অবকাশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের করমুক্ত আয়ের ন্যূনতম ২০ শতাংশ একই শিল্পে, নূতন কোন শিল্প উদ্যোগে অথবা অন্য কোন উৎপাদনশীল পরিসম্পদে (productive assets) বিনিয়োগের বিধান করা হইয়াছে। করদাতাগণকে কর অবকাশ সময় সীমা শেষ হওয়ার পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে এই বিনিয়োগ করিতে হইবে। যাহারা এই বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইবে তাহাদের আয় সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের (assessment year) জন্য কর অব্যাহতিরযোগ্য হইবে না।

৬। কর অবকাশ আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের সময়সীমা সংকোচন -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৫ ও ৪৬ এর উপ-ধারা (২সি) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কর অবকাশ আবেদনের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রদানের সময়সীমা ৬ মাসের মধ্যে নির্ধারিত ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৫ ও ৪৬ এর উপ-ধারা (২সি) এ সংশোধন আনয়নপূর্বক এই সময়সীমা আবেদনের পর ৩ মাসে নির্ধারণের বিধান করা হইয়াছে।

৭। কর অবকাশ সুবিধা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত অথবা বাতিলকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৫ ও ৪৬ এ নূতন উপ-ধারা (৮) এর সংযোজনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালনে ব্যর্থ হইলে কর অবকাশ সুবিধা প্রত্যাহরের বিধান আছে। দেশ ও জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনে কর অবকাশ সুবিধা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত অথবা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর



অধ্যাদেশের ধারা ৪৫ ও ৪৬ এর উপ-ধারা ৭ এর পর নতুন উপ-ধারা ৮ সংযোজন করা হইয়াছে।

৮। রপ্তাণীকারকদের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আমদানী এবং রপ্তাণীর ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে "কালেক্টর অব কাষ্টমস" -কে নির্ধারণ করা হইয়াছিল, যদিও রপ্তাণীকারকদের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের কোন হার নির্দিষ্ট ছিল না। এস.আর.ও নং ১৮৪/আইন/৯২, তারিখ ২০-৭-৯২ ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালায় নূতন বিধি ১৭জে সংযোজনপূর্বক রপ্তাণীকারকদের ক্ষেত্রে রপ্তাণী মূল্যের উপর ১ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হইয়াছে এবং অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (১) এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নপূর্বক রপ্তাণীকারকদের ক্ষেত্রে যে ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তাণীকারক তাহার রপ্তাণী মূল্য পাইবেন সেই ব্যাংককে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, উৎসে কর কর্তনের উপরোক্ত হার সংশোধন করিয়া ১/২ শতাংশে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আয়কর বিধিমালা ১৭জে তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হইতেছে। উক্ত সংশোধনী শীঘ্রই বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

৯। বাড়ীভাড়া আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের তালিকায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীকে অন্তর্ভুক্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ ধারায় উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপনপূর্বক বাড়ীভাড়া আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের তালিকায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এস.আর.ও নং ১৮৪-আইন/৯২, তারিখ ২০-৭-৯২ ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালার বিধি ১৭ 'বি' এর যথাযথ সংশোধন আনয়নপূর্বক উৎসে কর কর্তনের হার নিম্নরূপে পুনর্নির্ন্যাস করা হইয়াছে।

ক্রমিক	পরিশোধিত বাড়ী ভাড়ার পরিমাণ	কর কর্তনের হার
১.	মাসিক ৭,৫০০/- টাকার উপর .....	শূন্য
২.	মাসিক ৭,৫০১/- টাকা হইতে ১০,০০০/- টাকার উপর .....	২%
৩.	মাসিক ৭,৫০১/- টাকা হইতে ২০,০০০/- টাকার উপর .....	৩%
৪.	মাসিক ২০,০০১/- টাকা হইতে ৩০,০০০/- টাকার উপর ...	৪%
৫.	মাসিক ৩০,০০১/- টাকা এবং তদুর্ধ্বের উপর .....	৫%



১০। সকল শ্রেণীর করদাতা কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়পত্রের বিধান রহিতকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ১৮৪ ধারার বিলুপ্তকরণ এবং ধারা 53H এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯১ এর মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে (individual) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরকারীর ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়পত্র গ্রহণের পরিবর্তে রেজিস্ট্রেশনের সময় রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পত্তি মূল্যের উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে কর সংগ্রহের বিধান করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়পত্র গ্রহণের বিধান ছিল তাহা রহিত করার নিমিত্ত অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৮৪ বিলোপ করা হইয়াছে। ইহার পরিবর্তে ব্যক্তি পর্যায়ে ন্যায় অন্যান্য সকল শ্রেণীর স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরকারীকে উৎসে কর কর্তনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 53H এ যথাযথ সংশোধন আনয়ন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এস.আর.ও নং ১৮৪-আইন/৯২, তারিখ ২০-৭-৯২ ইং এর মাধ্যমে বিধি ১৭আই এ প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সকল শ্রেণীর হস্তান্তরকারীর ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশের স্থলে ৬ শতাংশে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

১১। কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎসে সংগৃহীত কর এর credit সময় সম্পর্কিত নূতন বিধান -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৬২ এ নূতন শর্ত (proviso) সংযোজনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কোন করদাতার উৎসে কর সংগৃহীত হইলে তাহা তাহার পরবর্তী বৎসরে প্রদেয় করের বিপরীতে credit করার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৬২ তে একটি নূতন "প্রভাইসো" সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, যে সকল করদাতা আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৫ অনুযায়ী কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করিবে তাহাদের কর অবকাশকালীন সময়ে উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত কর, কর অবকাশ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তী বৎসরে credit দেওয়া হইবে।

১২। অতিরিক্ত অগ্রিম কর প্রদানের ফলে সরকার কর্তৃক করদাতাকে প্রদেয় সুদের হার পরিবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী যদি কোন করদাতা তাহার প্রদেয় অগ্রিম করের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণে অগ্রিম কর প্রদান করিতেন, তাহা হইলে সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থের উপর ১৮ শতাংশ হারে করদাতাকে সরল সুদ প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (১) এ সংশোধন আনয়নপূর্বক এই সরল সুদের হার ১২ শতাংশে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

- ১৩। অগ্রিম কর প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সরল সুদ আরোপের বিধান যৌক্তিকীকরণ এবং সুদের হার হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনঃ  
 ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কোন করদাতার প্রদত্ত করের পরিমাণ যদি তাহার নির্ণীত করের (assessed tax) ৭৫ শতাংশের কম হইত তাহা হইলে তাহাকে নির্ণীত কর (১০০%) ও প্রদত্ত অগ্রিম করের পার্থক্যের উপর ১৮ শতাংশ হারে সরল সুদ প্রদান করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (১) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক নির্ণীত করের ৭৫ শতাংশ ও প্রদত্ত অগ্রিম করের পার্থক্যের উপর ১২ শতাংশ হারে সরল সুদ আরোপের বিধান করা হইয়াছে।
- ১৪। নোটিশের জবাবে রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭৭ এর উপ ধারা (২) এর সংশোধনঃ  
 ইতোপূর্বে বিদ্যমান অনুযায়ী কর নির্ধারণী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশের জবাবে রিটার্ন দাখিলের ন্যূনতম সময়সীমা ৩০ দিনে নির্ধারিত ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৭৭ এর উপ-ধারা (২) এ যথাযথ সংশোধনী আনয়নপূর্বক ন্যূনতম সময়সীমা ২১ দিনে নির্ধারণ করা হইয়াছে।
- ১৫। চূড়ান্ত শুনানী গ্রহণের পর কর আদেশ প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৮৩ এর উপ-ধারা (২) এর সংশোধনঃ  
 ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কর নির্ধারণী কর্মকর্তা কর্তৃক চূড়ান্ত শুনানী গ্রহণের পর কর আদেশ প্রদানের কোন সময়সীমা নির্ধারিত ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮৩ এর উপ-ধারা (২) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক চূড়ান্ত শুনানী গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে কর নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।
- ১৬। আপীল আদেশ কার্যকর করার সময়সীমা হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) এর সংশোধনঃ  
 ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১২০, ১২১, ১৫৬, ১৫৯, ১৬১ এবং ১৬২ অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ যে বৎসরে প্রদান করা হইত তাহার পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে তাহা কার্যকর করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) এ যথাযথ সংশোধনী আনয়নপূর্বক উপরোক্ত সময় উপ-কর কমিশনার কর্তৃক আদেশ প্রাপ্তির তারিখ (date of communication of the order) হইতে ৬০ দিনে নির্ধারণ করা হইয়াছে।
- ১৭। অংশীদারী ফার্ম কর্তৃক নিবন্ধন (registraion) আবেদনের উপর কর নির্ধারণী কর্মকর্তা কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১১১ এর উপ-ধারা (৫) সংশোধনঃ  
 ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কর নির্ধারণী কর্মকর্তা কর্তৃক অংশীদারী ফার্মের নিবন্ধন আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। কর



নির্ধারণী কর্মকর্তা কর্তৃক নিবন্ধন আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে অথবা রিটার্ণ দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে, এই দুই এর মধ্যে যেইটি বিলম্বে ঘটবে, সেই সময়ের মধ্যে নিবন্ধন আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১১১ এর উপ-ধারা (৫) এ যথাযথ সংশোধন আনা হইয়াছে। উল্লেখ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হইলে আবেদনকারী ফার্ম নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবার বিধানও উক্ত সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

১৮। চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক প্রত্যায়িত হিসাব বিবরণীর ভিত্তিতে আয়কর রিটার্ণ হ্রাস গ্রহণ করার ব্যাপারে জরিমানা আরোপের বিধানে বহুজাতিক কোম্পানী এবং বাংলাদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১২৮ এর উপ-ধারা (৩) এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইনে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক প্রত্যায়িত হিসাব বিবরণীর ও সনদের ভিত্তিতে বহুজাতিক কোম্পানী এবং বাংলাদেশী পাবলিক কোম্পানী উভয় ক্ষেত্রেই দাখিলকৃত রিটার্ণ হ্রাস গ্রহণের বিধান রহিয়াছে। কিন্তু ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে বাংলাদেশী পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রত্যায়ন পত্রে এবং সনদে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টের উপর জরিমানা আরোপের বিধান থাকিলেও বহুজাতিক কোম্পানীর বেলায় অনুরূপ ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপের কোন বিধান ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই জরিমানা আরোপের বিধানটি সমভাবে প্রযোজ্য করার উদ্দেশ্যে অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১২৮ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হইয়াছে।

১৯। আপীল আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রিফান্ড প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৪৯ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আপীল আদেশ বা অন্য কোন কার্য পদ্ধতির ফলে রিফান্ড সৃষ্টি হইলে তাহা করদাতাকে প্রদানের কোন সময়সীমা নির্ধারিত ছিল না। রিফান্ড প্রদেয় হইবার ৩০ দিনের মধ্যে উহা করদাতাকে প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৪৯ এ যথাযথ সংশোধনী আনয়ন করা হইয়াছে। উল্লেখ্য, এই ক্ষেত্রে করদাতার রিফান্ডের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

২০। অবিতর্কিত রিফান্ডকে অগ্রিম/প্রদেয় করে বিপরীতে সমন্বয়ের বিধান প্রনয়ন - আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৫২ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে অবিতর্কিত রিফান্ডকে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় অগ্রিম কর বা রিটার্ণ মোতাবেক প্রদেয় করে বিপরীতে সমন্বয়ের কোন বিধান ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৫২ তে যথাযথ সংশোধনী আনয়নপূর্বক প্রাপ্য অবিতর্কিত রিফান্ডকে ধারা ৬৪ এর আওতায় প্রদেয় অগ্রিম কর এবং ধারা ৭৪ এর আওতায় রিটার্ণের ভিত্তিতে প্রদেয় করে বিপরীতে করদাতার ইচ্ছানুযায়ী সমন্বয় করার বিধান করা হইয়াছে।

২১। ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী করদাতাদের উপর "প্রিজাম্পটিভ" পদ্ধতিতে করারোপনের কারণে আপীল দায়েরের পূর্বে করদায় পরিশোধের পরিমাণ নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৫৩ এর উপ-ধারা (৩) এর সংশোধনঃ

অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৫৩ এর উপ-ধারা (৩) এ নিম্নরূপ বিধান করা হইয়াছে-

(ক) ৮৪এ ধারা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার করাদেশের বিরুদ্ধে ১৫৩ ধারায় আপীল দায়েরের পূর্বে করদাতাকে তাহার রিটার্ণের ভিত্তিতে প্রদেয় দায় (admitted liability) পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) ৮৪এ ধারায় কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাহাদের ক্ষেত্রে "প্রিজাম্পটিভ" পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ করা হইবে, সেই সকল করদাতাগণকে ১৫৩ ধারায় আপীল দায়েরের পূর্বে কর নির্ধারণী আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় করের ৫০ শতাংশ পরিশোধ করিতে হইবে।

২২। আয়কর পেশাজীবীদের অযোগ্য ঘোষণা করার ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর ন্যস্তকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৭৪ এর উপ-ধারা (৩) এর ক্লজ (বি) এর সাব-ক্লজ (ii) এর সংশোধন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় "প্রভাইসো বিলুপ্তকরণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর পেশাজীবীদের সনদপত্র প্রদান করিলেও অসদাচরণের জন্য উক্ত সনদ বাতিলের ক্ষমতা কর কমিশনারের উপর ন্যস্ত ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক আয়কর পেশাজীবীদের অসদাচরণের কারণে অযোগ্য ঘোষণা করার ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর ন্যস্ত করার বিধান করা হইয়াছে।

২৩। ব্যক্তি পর্যায়ভুক্ত করদাতা কর্তৃক মূলধনী সম্পদ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূলধনী কর আরোপনের হার পুনর্নির্ন্যাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ২য় তফশীলের অনুচ্ছেদ ২ এর উপ অনুচ্ছেদ (বি) এর ক্লজ (ii) এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ব্যক্তি পর্যায়ভুক্ত করদাতা কর্তৃক মূলধনী সম্পদ ২ বৎসর পর হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর ৩টি স্তরে কর আরোপের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে কর হারের এই ৩টি স্তরকে নিম্নরূপ ২টি স্তরে পুনর্নির্ন্যাস করা হইয়াছে-

#### করহার

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| (১) | সম্পত্তি অর্জনের ২ বৎসর পর কিন্তু ১০ বৎসরের মধ্যে হস্তান্তরের মাধ্যমে লব্ধ মুনাফার উপর ..... | মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে অথবা ২০ শতাংশ হারে -এই দুইটির যেইটি কম। |
| (২) | সম্পত্তি অর্জনের ১০ বৎসর পর হস্তান্তরের মাধ্যমে লব্ধ মুনাফার উপর ....                        | মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে অথবা ১৫ শতাংশ হারে -এই দুইটির যেইটি কম। |



২৪। অবচয় প্রদানের জন্য ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এইরূপ যাত্রীবাহী যানবাহনের মূল্য বর্ধিতকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের তৃতীয় তফশীলের অনুচ্ছেদ ১১ এর ক্লজ (৬)(এ) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এইরূপ যাত্রীবাহী যানবাহনের ক্ষেত্রে অবচয় ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে যানবাহনের সর্বোচ্চ মূল্য ৩,৫০,০০০/- টাকা নির্ধারিত ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের তৃতীয় তফশীলের অনুচ্ছেদ ১১ এর ক্লজ (৬)(এ) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এইরূপ যানবাহনের মূল্য সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- টাকায় নির্ধারণ করা হইয়াছে।

২৫। ডিবেঞ্চার হইতে প্রাপ্ত সুদের কর মুক্তি সীমা বর্ধিতকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'এ' এর অনুচ্ছেদ ১৩ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কোম্পানী ব্যতীত অন্য সকল শ্রেণীর করদাতা কর্তৃক ডিবেঞ্চার হইতে ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রাপ্ত সুদ করমুক্ত ছিল। আয়কর অধ্যাদেশের ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'এ' তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক এই করমুক্তির সীমা ২০,০০০/- টাকায় নির্ধারণের বিধান করা হইয়াছে।

২৬। সৃজনশীল সাহিত্য কর্ম হইতে অর্জিত আয়কে করমুক্ত রাখার বিধান রহিতকরণ - আয়কর অধ্যাদেশের ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'এ' এর অনুচ্ছেদ ২৩ এর বিলোপ সাধন এবং উহার পর নূতন অনুচ্ছেদ ২৪ ও ২৫ সংযোজনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কোন লেখক, সহলেখক (co-author) কর্তৃক রচিত এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সৃজনশীল সাহিত্য কর্ম হইতে অর্জিত আয়, মোট আয় গণনায় অন্তর্ভুক্ত হইত না। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'এ' এর অনুচ্ছেদ ২৩ এর বিলোপ সাধনপূর্বক উপরোক্ত অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং উহার পর নূতন অনুচ্ছেদ ২৩ ও ২৪ সংযোজনপূর্বক নিম্নরূপ বিধান করা হইয়াছেঃ

(ক) অনুচ্ছেদ ২৪ঃ সুদের উপর কর প্রদেয় হইবে না শর্তে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্ত সুদ মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(খ) অনুচ্ছেদ ২৫ঃ কোন চাকুরীজীবির স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ডের মোট সঞ্চিতির উপর প্রদত্ত সুদ মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, তবে শর্ত থাকে যে উহা তাঁহার বেতনাদির এক-তৃতীয়াংশের এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সুদের হারের অধিক না হয়।

২৭। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশীল, পার্ট 'বি' এর অনুচ্ছেদ ৭, ১২, ১৪, ১৮, ১৯ এবং ২০ এর বিলুপ্তিকরণঃ

অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'বি' তে যথাযথ সংশোধনী আনয়নপূর্বক অনুচ্ছেদ ৭, ১২, ১৪, ১৮, ১৯ এবং ২০ এর বিলোপ সাধন করা হইয়াছে। করারোপযোগ্য আয় নির্ধারণের জন্য উপরোক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আইটেমসমূহ মোট আয় হইতে বাদ যাইবে না।

২৮। রপ্তাণী আয়ের উপর কর অব্যাহতি প্রদানের বিধান সংশোধন -অর্থ আইন, ১৯৯২  
 এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৪) এর ক্রম (ক) এর প্রবর্তনঃ  
 ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী রপ্তাণী আয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে রপ্তাণীকারক বিভিন্ন হারে কর রেয়াত সুবিধা পাইতেন। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে যথাযথ সংশোধনী আনয়নপূর্বক এইরূপ সকল ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে কর রেয়াতের হার ৫০ শতাংশ নির্ধারণের বিধান করা হইয়াছে।

২৯। বাংলাদেশে নিবাসী সকল শ্রেণীর করদাতার বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ধৃত আয়কে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে আয়কর হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রদান -অর্থ আইন, ১৯৯২  
 এর ধারা ১২ তে উপ-ধারা (৬) প্রবর্তনঃ  
 ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কোম্পানী ব্যতীত বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ধৃত আয় বিধি স্বীকৃত পন্থায় (official channel) বাংলাদেশে আনয়ন করিলে উক্ত আয়ের উপর ৩০ শতাংশ হারে অথবা তাহার মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে -এই দুইটি হারের মধ্যে যেইটি কম -সেই হারে আয়কর প্রদানের বিধান প্রচলিত ছিল। কোম্পানীর বেলায় অনুরূপ ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে আয়ের উপর রেয়াত প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৬) এ এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, ১৯৯২ সালের ১লা জুলাই তারিখে আরম্ভ কর বৎসরে বাংলাদেশে নিবাসী কোন করদাতা যদি বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ধৃত আয় বিধি স্বীকৃত পন্থায় (official channel) বাংলাদেশে আনয়ন করেন এবং উহা বাংলাদেশে স্থাপিত কোন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরাসরি বিনিয়োগ করেন অথবা সরকারী মালিকানাধীন অর্থ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিলামে বিক্রীত শিল্প প্রতিষ্ঠান, ষ্টক, শেয়ার, সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটি ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহার ঐ আয়ের উপর কোন আয়কর প্রদেয় হইবে না।

৩০। আয়করের নূতন হারঃ

(ক) অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে ব্যক্তি শ্রেণীর জন্য নিম্নরূপ ৫টি স্তর বিশিষ্ট আয়কর হার নির্ধারণ করা হইয়াছেঃ

	হার
(১) প্রথম ৪০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	শূন্য
(২) পরবর্তী ২০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	১৫%
(৩) পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	২০%
(৪) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	২৫%
(৫) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -----	৩০%

শর্ত থাকে যে, কোন অবস্থাতেই প্রদেয় কর ৪০,০০০/- টাকা অতিরিক্ত মোট আয়ের ১/৪ অংশ অতিক্রম করিবে না।

(খ) কোম্পানীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে পাবলিকলি ট্রেডেড শিল্প কোম্পানীর কর হার ৪৫ শতাংশ হইতে ৪০ শতাংশে এবং পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এইরূপ শিল্প কোম্পানীর কর হার ৫০ শতাংশ হইতে ৪৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হইয়াছে।



ব্যাংক, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৫৫% কর হার অপরিবর্তিত আছে।

(গ) রেজিস্টার্ড ফার্মের কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে রেজিস্টার্ড ফার্মের করহার নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হইয়াছেঃ

	হার
(১) প্রথম ৪০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	শূন্য
(২) পরবর্তী ৪০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	১০%
(৩) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	১৫%
(৪) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	২০%
(৫) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -----	২৫%

৩১। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৫২ এর আলোকে ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার পুনর্বিব্যাশঃ

এস.আর.ও নং ১৭৭-আইন/৯২, তারিখ ১-৭-৯২ ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধি-১ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার নিম্নরূপ ৪টি স্তরে পুনর্বিব্যাশ করা হইয়াছেঃ-

	হার
(১) টাকা ২,০০,০০০/- পর্যন্ত প্রাপ্তির উপর -----	শূন্য
(২) টাকা ২,০০,০০১/- হইতে ১০,০০,০০০/- পর্যন্ত প্রাপ্তির উপর ---	১.৫%
(৩) টাকা ১০,০০,০০১/- হইতে ২৫,০০,০০০/- পর্যন্ত প্রাপ্তির উপর --	২.৫%
(৪) টাকা ২৫,০০,০০১/- এবং তদুর্ধ্ব প্রাপ্তির উপর -----	৩%

৩২। ট্রাভেল এজেন্টদের প্রাপ্ত কমিশনের উপর কর কর্তনের হার পুনঃ নির্ধারণঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ট্রাভেল এজেন্টদের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রাপ্ত কমিশনের উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করা হইত। এস.আর.ও নং ১৭৭-আইন/৯২, তারিখ ১-৭-৯২ ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালার বিধি ১৭এফ এ যথাযথ সংশোধনীর মাধ্যমে এই হার ৩% এ পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩৩। নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের ক্ষেত্রে আয় গণনার হার পুনর্বিব্যাশঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অসজ্জিত (unfurnished) বাসস্থানের ক্ষেত্রে মূল বেতনের ১৫ শতাংশ এবং সজ্জিত (furnished) বাসস্থানের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ আয়ের সহিত যোগ করার বিধান ছিল। এস.আর.ও নং ১৭৭-আইন/৯২, তারিখ ১-৭-৯২ ইং এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালার ৩৩ এ যথাযথ সংশোধনী আনয়নপূর্বক এই হার যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ২৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩৪। স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণের ভিত্তি সম্প্রসারণ-আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৩৮ এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধানে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল ও কর নির্ধারণে কয়েক শ্রেণীর করদাতাকে এই পদ্ধতির আওতা বহির্ভূত রাখা হইয়াছিল। ব্যবসা ও

হইত। এই করের সর্বনিম্ন পরিমাণ ২৫০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ ১,৫০০/- টাকা ছিল। সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য এই করের সর্বোচ্চ হার ছিল ৫০০/- টাকা। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে বিদেশ ভ্রমণ কর আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী দ্বারা সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণের নিম্নরূপ বিধান করা হইয়াছে। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এবং দূর প্রাচ্যের দেশসমূহে ভ্রমণের জন্য ১,৭০০/- টাকা, সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য ৫০০/- টাকা; এবং অন্যান্য সকল দেশের জন্য ১,২০০/- টাকা। স্থল পথে এবং নৌ-পথে ভ্রমণের জন্য করের হার যথাক্রমে ১৫০/- টাকা ও ৫০০/- টাকা অপরিবর্তিত আছে।

**বিজ্ঞাপন কর আইনঃ**

৩৮। ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সিনেমা স্লাইড, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের উপর ১৫ শতাংশ হারে এবং দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের (টেভার এবং চাকুরী বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত) উপর ১০ শতাংশ হারে বিজ্ঞাপন কর আদায় করা হইত। অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে অর্থ আইন, ১৯৫৭ (E. P. ACT X of 1957) সেকশন ২ এর প্রতিস্থাপনপূর্বক বিজ্ঞাপন কর কেবল মাত্র সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপনের (টেভার এবং চাকুরী বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হইয়াছে।

পারভেজ ইকবাল  
 দ্বিতীয় সচিব (কর-৩)  
 ফোন নং ৪০৬৫৯৩



নথি নং ৬(২৮) কর-৮/৮১

তারিখ: ০১/৯/৯২ ইং

পরিপত্র নং-৪ (আয়কর)

১৯৯২-৯৩

**বিষয়: ১৯৯২-৯৩ কর বৎসরের জন্য আয়কর বিধি ৩৯ এর আওতায় স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে আনীত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।**

১৯৯২-৯৩ কর বৎসরের বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ৩৮ নং বিধির মাধ্যমে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন আনা হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ প্রদান করা হইল:

- ১। কোম্পানী আইন ১৯১৩ (vii of 1913) এর অধীনে নিবন্ধীকৃত কোম্পানী এবং অনুরূপ কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের ৫% এর বেশী শেয়ার গ্রহণকারী পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য সকল করদাতার জন্য স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে।
- ২। ব্যবসা কিংবা পেশায় নিয়োজিত নতুন করদাতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত মূলধনের কমপক্ষে ২৫% নীট মুনাফা হিসাবে ঘোষণা করার শর্ত পূরণ এবং তফশীলভুক্ত ব্যাংক হইতে করদাতার নামে অথবা ব্যবসার নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার প্রত্যয়ন পত্র দাখিল সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রারম্ভিক মূলধনের উৎস সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া গ্রহণ করা হইবে। তবে এইরূপ করদাতাগণ যদি প্রারম্ভিক মূলধন ক্ষুদ্র অথবা কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করেন সেই ক্ষেত্রে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রারম্ভিক মূলধনের উৎস কোন প্রশ্ন না করিয়া গ্রহণ করা হইবে।
- ৩। পুরাতন করদাতাদের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত ২ নং অনুচ্ছেদের শর্তাবলী পালনের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তবে নূতন কিংবা পুরাতন উভয় করদাতার ক্ষেত্রে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করিতে হইল নিম্নে বর্ণিত শর্তগুলি অবশ্যই পালন করিতে হইবে।
  - (ক) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৭৫(২) সি ধারায় বর্ণিত তারিখে অথবা তৎপূর্বে আয়কর রিটার্নের উপরিভাগে "স্ব-নির্ধারণী" (self assessment) লিখিয়া উহা দাখিল করিতে হইবে।
  - (খ) করদাতার ব্যবসা কিংবা পেশার খাতে আয় এবং উহার হিসাবের সঠিক খাতাপত্র থাকিলে Trading and profit and Loss account এবং Balance Sheet এবং আয়কর বিধি ২৫ এর প্রদত্ত ছকে সম্পদ ও দায় এর বিবরণী রিটার্নের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

করদাতার ব্যবসা কিংবা পেশা খাতে আয় থাকিলে এবং উহার হিসাবের সঠিক খাতাপত্র না থাকিলে আয় ও ব্যয়ের তথ্য সম্বলিত বিবরণী এবং আয়কর বিধি ২৫এ প্রদত্ত ছকে সম্পদ ও দায় এর বিবরণী রিটার্নের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

করদাতার ব্যবসা কিংবা পেশাব্যতীত অন্য কোন আয় থাকিলে উক্ত আয়ের তথ্য সম্বলিত বিবরণী এবং আয়কর বিধি, ২৫এ প্রদত্ত ছকে সম্পদ ও দায় এর বিবরণী রিটার্নের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

- (গ) রিটার্নে কোন লোকসান বা সর্বশেষ নির্ধারিত আয়ের চাইতে কম আয় প্রদর্শন করা হইলে তাহা এই পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য হইবে না।
- (ঘ) রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে কর নির্ধারণে কর প্রত্যর্পন (refund) হইলে তাহা এই স্কীমের আওতায় আসিবে না।
- (ঙ) রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর অথবা এক হাজার পাঁচশত টাকা আয়কর এর মধ্যে যেটি বেশী, আয়কর রিটার্নে দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে।

স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে অন্যান্য বিধান পূর্বের ন্যায়ই রহিয়াছে।

ফকির ফিরোজ আহমেদ  
দ্বিতীয় সচিব (কর-৮)

ক্র.সং.	নাম	পদ	স্বাক্ষর	তারিখ	স্বাক্ষর
১	ফকির ফিরোজ আহমেদ	সচিব			
২					
৩					
৪					
৫					

ক্র.সং.	নাম	পদ	স্বাক্ষর	তারিখ	স্বাক্ষর
৬					
৭					



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৪(৮) কর-৮/৯২/

তারিখঃ ০৮/১০/৯২ ইং

পরিপত্র নং-৫ (আয়কর)

১৯৯২-৯৩

**বিষয়ঃ** আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 17J এর আওতায় উৎসে কর কর্তন এবং কর সংগ্রহ নির্দেশাবলী প্রসংগে।

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪তে এস.আর.ও নং ১৮৪-আইন/৯২ ও ২১৪-আইন/৯২ দ্বারা রপ্তাণীর ক্ষেত্রে ০.৫০% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হইয়াছে। রপ্তাণীকারকগণ যে সকল ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তাণীকৃত দ্রব্যাদির মূল্য গ্রহণ করিবেন, সেই সকল ব্যাংক শুদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ণীত রপ্তাণীকৃত দ্রব্যাদির মূল্যের উপর ০.৫০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেন। কর্তনকৃত আয়কর জমাদান ও এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিম্নরূপ গ্রহণ করিতে হইবেঃ-

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সমূহ যাহাদের নিকট হইতে কর কর্তন করা হইয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গের তালিকায়ুক্ত একটি মাসিক বিবরণী, আয়কর বিধি 18(7) এ বর্ণিত ছকে (নিম্নে প্রদত্ত), পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উক্ত বিধির নোট অংশে বর্ণিত নিম্নে উদ্ধৃত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

'ছক'

[আয়কর বিধি 18(7) দ্রষ্টব্য]

Name and address of the paying or collecting authority  
..... statement in respect of tax deducted under chapter VII  
of Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) for the month of  
..... in the year .....

Sl. No.	Name and address	Amount of payment made/ received	date of payment or receipt payment	Amount of tax deduction/ collection	Rate of deduction/ collection
1	2	3	4	5	6

Challan no/token no. treasury voucher no. and date of deposit.	Nature of payment
7	8

Name and designation of the payment or collecting officer.

Date .....

Signature of the paying  
or collecting officer

(খ) যে সকল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে (Rule 18(7) এর note দ্রষ্টব্য):

- (১) উপরোক্ত মাসিক বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে ঢাকা জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা" এর নিকট, চট্টগ্রাম জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম" এর নিকট রাজশাহী জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-রাজশাহী" এর নিকট এবং খুলনা জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-খুলনা" এর নিকট।
- (২) অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-কর কমিশনারের নিকট। সেখানে একটি জেলায় একাধিক উপ কর কমিশনার রহিয়াছেন বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে উপ কর কমিশনার, সাকেল-১ এর নিকট।
- (৩) যে সকল জেলায় কোন কর দপ্তর নাই, সে সকল জেলার ক্ষেত্রে বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে উক্ত জেলা বা জেলাসমূহ যে উপ কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন তাহার নিকট।
- (৪) সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার বা উপ কর কমিশনারগণ কর্তনকৃত বা সংগৃহীত করের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা/ট্রেজারী/জেলা হিসাব/ উপজেলা হিসাব অফিস হইতে যাচাই করিয়া লইবেন।

(গ) কর জমা দেওয়ার "হেড অফ একাউন্ট"।

উপরোক্ত বিধির আওতায় সকল কর্তনকৃত কর নিম্নে বর্ণিত "হেড অফ একাউন্ট" এ সরকারী ট্রেজারী, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হইবে:

- (১) যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই করদাতা যদি কোম্পানী হন তাহা হইলে, "১-আয়কর-কোম্পানী" হেড অফ একাউন্টে জমা দিতে হইবে।
- (২) যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই করদাতা যদি কোম্পানী না হন তাহা হইলে, "২-আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য" হেড অফ একাউন্টে জমা দিতে হইবে।

ফকির ফিরোজ আহমেদ  
দ্বিতীয় সচিব (কর-৮)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা-১০০০।

নথি নং ২(১১) কর-৮/৮৩

তারিখঃ ০৮/১০/৯২ ইং

পরিপত্র নং-৬ (আয়কর)

১৯৯২-৯৩

বিষয়ঃ সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং অর্ধ-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ১/৭/৯১ ইং হইতে ৩০/৬/৯২ ইং তারিখ সময়ে প্রাপ্ত বেতনের উপর আয়কর অব্যাহতি প্রসঙ্গে নির্দেশাবলী।

সরকার এতদ্বারা নির্দেশ দিলেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫/১/৭৪ ইং তারিখের পরিপত্র নং ২(৮)৮৯/আই.টি (৪)/৭৩ দ্বারা যে আয়কর সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদান করা হইয়াছে, সেই সব সুবিধা অর্থ বৎসর ১৯৯১-৯২ এর জন্যও প্রাপ্তব্য হইবে। ইহার অর্থ হইবে এই যে-

এই সময়ে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদেয় বেতনের উপর আয়কর সরকার কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

উল্লেখ্য কর বৎসর ১৯৯২-৯৩ হইতে নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বৈতনিক আয়ের উপর প্রদত্ত আয়কর এর ক্ষেত্রে "করের উপর কর" (tax on tax) ও প্রযোজ্য হইবে না।

নথি নং ২(৫) কর-৮/৮৫-(অংশ-৪)/

তারিখঃ ১০/১০/৯২ ইং

পরিপত্র নং-৭ (আয়কর)

১৯৯২-৯৩

বিষয়ঃ কোম্পানীসহ সকল সম্পত্তি হস্তান্তরকারীর ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় টি.পি সার্টিফিকেটের বিধান বিলোপ এবং এই ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্যের উপর ৬% হারে আয়কর সংগ্রহের বিধান প্রসংগে।

অর্থ আইন, ১৯৯২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 53H(1) ধারায় আনীত সংশোধনী এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন দ্বারা আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি 171 তে আনীত সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে এই মর্মে স্পষ্টীকরণ করা যাইতেছে যে, ১/৭/৯২ ইং হইতে ব্যক্তি অথবা কোম্পানী কোন ক্ষেত্রেই সম্পত্তি হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় টি.পি. সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হইবে না। তবে, সর্বক্ষেত্রেই সম্পত্তির মূল্যের উপর ৬% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহ করিতে হইবে।

- ০২। উক্ত ৬% হারে সংগৃহীত আয়কর নিম্নোক্ত "হেড অফ একাউন্টে" জমা দিতে হইবেঃ
- (ক) যে করদাতা হইতে কর আদায় করা হইবে সেই করদাতা যদি কোম্পানী হয় তাহা হইলে "১-আয়কর কোম্পানী" হিসাবের খাতে জমা দিতে হইবে।
- (খ) যে করদাতা হইতে কর আদায় করা হইবে সেই করদাতা যদি কোম্পানী না হয় তাহা হইলে "১-আয়কর কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য" হিসাবের খাতে জমা দিতে হইবে।
- ০৩। এতদসংক্রান্ত চালান, ডিম্যান্ড ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষের অনুকূলে প্রস্তুত করিতে হইবেঃ
- (ক) ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে "কর কমিশনার, কেন্দ্রীয় জারীপ অঞ্চল, ঢাকা" এর অনুকূলে;
- (খ) চট্টগ্রাম জেলার ক্ষেত্রে "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম" এর অনুকূলে;
- (গ) রাজশাহী জেলার ক্ষেত্রে "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-রাজশাহী" এর অনুকূলে;
- (ঘ) খুলনা জেলার ক্ষেত্রে "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-খুলনা" এর অনুকূলে;
- (ঙ) অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে-
- (i) যে সকল জেলায় কোন আয়কর দপ্তর নাই, সে সকল জেলার ক্ষেত্রে উক্ত জেলা যে উপ কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন তাহার অনুকূলে;
- (ii) যে সকল জেলায় একটি মাত্র আয়কর দপ্তর আছে, সে সকল জেলার ক্ষেত্রে উক্ত জেলার উপ কর কমিশনারের অনুকূলে;



(iii) যে সকল জেলায় একাধিক আয়কর দপ্তর রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে সেই সকল জেলার উপ কর কমিশনার, সার্কেল-১ এর অনুকূলে।

০৪। রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত ফরমে একটি বিবরণী মহা পরিদর্শক, নিবন্ধন এর বরাবরে এবং উহার আরেকটি বিবরণী ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

Name and address of the registration officer..... statement of income tax collected under section 53H of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) for the month of ..... in the year of .....

Sl. No.	Name and address of the transferor	GIR No. (if any)	Value of the property	Amount of tax
1	2	3	4	5

Challan No. DD No./P.O No. and date	Name and address of the transferee
6	7

০৫। মহা পরিদর্শক, নিবন্ধন, প্রত্যেক অর্থ বৎসরে উপরোক্ত রূপে সংগৃহীত মোট করের পরিমাণ দেখিয়া একটি বিবরণী নিম্নে বর্ণিত তফশীল অনুযায়ী পরিচালক গবেষণা ও পরিসংখ্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

	বিবরণী	পৌঁছানোর সময় সীমা
(ক)	১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংগৃহীত করের বিবরণী	৩১শে অক্টোবরের মধ্যে।
(খ)	১লা অক্টোবর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংগৃহীত করের বিবরণী	৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে।
(গ)	১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সংগৃহীত করের বিবরণী	৩১শে এপ্রিলের মধ্যে।
(ঘ)	১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে মে পর্যন্ত সংগৃহীত করের বিবরণী	৩১শে জুনের মধ্যে।
(ঙ)	১লা জুন হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত সংগৃহীত করের বিবরণী	৩১শে জুলাই এর মধ্যে।

০৫। এই পরিপত্রে বর্ণিত আয়কর আইন ও বিধি এর বিধান ও নির্দেশাবলী যাহাতে সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়, তাহা নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে তাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য মহা পরিদর্শক, নিবন্ধন কে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

ফকির ফিরোজ আহমেদ  
দ্বিতীয় সচিব (কর-৮)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
ঢাকা-১০০০।

নথি নং চ(১৬২) কর-১/৯২

তারিখঃ ১৭/১০/৯২ ইং

পরিপত্র নং-৮ (আয়কর)  
১৯৯২-৯৩

বিষয়ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য বান্দরবন ও পার্বত্য ঝাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ী আদিবাসী/উপজাতীয়দের (Indigenous hillmen) ক্ষেত্রে আয়কর বিধি ১৬ এর আওতায় উৎসে কর কর্তন অব্যাহতি প্রসঙ্গে।

লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত পার্বত্য জেলাসমূহের পাহাড়ী আদিবাসী নন এমন ব্যক্তিগণও পাহাড়ী আদিবাসীদের জন্য প্রদত্ত কর অব্যাহতির সুবিধা ভোগ করার দাবী করিতেছেন। সম্প্রতি পাহাড়ী আদিবাসী নন এমন এক ব্যক্তি কর্তৃক আয়কর বিধি ১৬ এর আওতায় উৎসে কর কর্তন হইতে অব্যাহতির জন্য বোর্ডে দাখিলকৃত আবেদনটি পরীক্ষান্তে, বোর্ড এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছে যে, পাহাড়ী আদিবাসী নন এইরূপ কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না এবং তাঁহার ক্ষেত্রে উক্ত বিধির অধীন কর কর্তন হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে না। যেহেতু পাহাড়ী আদিবাসী হওয়া সম্পর্কিত বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়, সেইহেতু পাহাড়ী আদিবাসী এবং পাহাড়ী আদিবাসী নন নির্বিশেষে উক্ত এলাকার সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধির আওতায় উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে, তবে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনার বিস্তারিত তদন্তপূর্বক আদিবাসী উপজাতীয় হওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পর কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে আদিবাসীর ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনকৃত কর ফেরৎ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

কালিপদ হালদার  
দ্বিতীয় সচিব (কর-১)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৩(৩) কর-৮/৯২

তারিখঃ ১৮/১১/৯২ ইং

পরিপত্র নং-৯ (আয়কর)  
১৯৯২-৯৩

বিষয়ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৮ এর আওতায় উৎসে কর কর্তন এবং কর সংগ্রহ সংক্রান্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে সর্বশেষ সংশোধনীর আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মালামাল সরবরাহ, ঠিকাদারী চুক্তি কার্যকরকরণ, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ বিধানের ব্যাপারে নিম্নলিখিত স্পষ্টীকরণ প্রদান করিতেছেঃ

(ক) মালামাল সরবরাহ, ঠিকাদারী চুক্তি কার্যকরকরণ, সেবা প্রদান ইত্যাদি (ধারা ৫২ এবং বিধি ১৬)ঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা এবং আয়কর বিধি ১৬ এর আওতায়-

- (১) সরকার
- (২) যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
- (৩) যে কোন বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন
- (৪) বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের ইউনিটসমূহ
- (৫) যে কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
- (৬) যে কোন ব্যাংকিং কোম্পানী
- (৭) যে কোন বীমা কোম্পানী
- (৮) যে কোন সমবায় ব্যাংক ও

এর কাছে মালামাল সরবরাহ বা ইহাদের সহিত ঠিকাদারী চুক্তি কার্যকরকরণ বা ইহাদের সার্ভিস প্রদানের বিনিময়ে কোন ব্যক্তিকে যে কোন প্রকার পরিশোধ (payment) (অগ্রিম পরিশোধসহ) এর জন্য দায়ী ব্যক্তি আয়কর বিধি ১৬ এর তফসীলে বর্ণিত কর হার অনুযায়ী কর কর্তন করিবেন। উল্লেখ্য যে, অর্থ প্রদানের সময় কর কর্তন অবশ্যই প্রযোজ্য কর হার অনুযায়ী করিতে হইবে এবং কোন অর্থ বছরে আংশিক অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে মোট অর্থ প্রদানের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া কর কর্তন করিতে হইবে। কর কর্তন হারের সংশোধিত তফসীল নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

ক্রমিক নং	পরিশোধের পরিমাণ	পরিশোধের উপর কর কর্তনের হার
(১)	যে ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকা .....	শূন্য
(২)	যে ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকার অধিক কিন্তু ১০,০০,০০০/- টাকা অধিক নহে .....	১.৫%
(৩)	যে ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ১০,০০,০০০/- টাকার অধিক কিন্তু ২৫,০০,০০০/- টাকা অধিক নহে .....	২.৫%
(৪)	যে ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ২৫,০০,০০০/- টাকার অধিক .....	৩%

(খ) সরকার ব্যতীত উপরে উল্লেখিত অর্থ প্রদানকারী/পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ কর কর্তন করা হইয়াছে এমন ব্যক্তিকে কর কর্তনের ১৫ দিনের মধ্যে আয়কর বিধি ১৮(১) এর আওতায় নির্দিষ্ট ছকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন। সার্টিফিকেটের ছক নিম্নে পুনঃ লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

"Certificate of deduction of tax by paying authorities other than the Government under section 58 of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) (in respect of supply of goods, execution of contract or services rendered).

Name and address of the paying authorities .....  
 Certified that a sum of taka from the bill of ..... of (address)  
 ..... as income tax which has already been deposited into  
 Bangladesh Bank/Sonali Bank/Treasury as detailed below:

Date of payment	Amount paid	Amount of income tax deduction	Rate of deduction
1	2	3	4

Challan No. and date of deposit of tax in Bangladesh Bank/Sonali Bank/Treasury	Amount of security deposit returned
5	6

Signature of the paying officer  
 Name and designation of the  
 paying officer.

(গ) আয়কর বিধি ১৬ এর আওতায় সরকারের পক্ষে কর কর্তন করিতেছে এমন অর্থ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে স্বাক্ষর প্রদান করিয়া নিম্নে প্রদত্ত ছকে ৪ (চার) কপি কর কর্তন সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট বিলের সহিত প্রেরণ করিবেন। সার্টিফিকেট সমূহে প্রতীস্বাক্ষর করার পর নিরীক্ষা কর্মকর্তা/ট্রেজারী কর্মকর্তা/জেলা হিসাব রক্ষণ



কর্মকর্তা/থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা উক্ত সার্টিফিকেটের ২(দুই) কপি পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ (আহরণ ও ব্যয় কর্মকর্তা) (drawing and disbursing officer) এর নিকট ফেরত পাঠাইবেন। এই ২(দুই) কপি সার্টিফিকেটের ১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, সরবরাহকারী এবং সার্ভিস প্রদানকারী ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে। অবশিষ্ট ২ (দুই) কপি সার্টিফিকেটের ১ (এক) কপি "রেজিস্ট্রীকৃত ডাক" যোগে আয়কর বিধি ১৮(৭) এর নোট অংশে নির্দিষ্ট (যাহা এই পরিপত্রে ৩(খ) অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে) আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অবশিষ্ট কপিটি হিসাব মতা-নিয়ন্ত্রক বা সামরিক হিসাব নিয়ন্ত্রক (যেইটি প্রযোজ্য) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর কর্তন সার্টিফিকেটের নির্দিষ্ট ছক নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

"Certificate of deduction of tax under section 58 of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) to be issued by Government Offices (in respect of supply of goods, execution of contract or services rendered).

1. Certified that no deductin of tax has been made from the bill under submission since total payment to the contractors, suppliers or persons rendering services does not exceed taka 2,00,000/-
2. Certified that tax of taka ..... on account of ..... has been deducted from current bill amount of taka ..... at the rate appropriate to total payment of taka ..... during the year ..... and has been shown as less to the gross claim of the present bill under submission.

Date .....

Drawing and Disbursing  
Officer

3. Tax deducted as above has been recorded as below:

- (a) Token no. ....
- (b) Treasury Voucher no. ....
- (c) Date of submission of bill .....

Audit Officer

Treasury Officer

District Accounts Officer

Thana Accounts Officer

Note: In respect of paragraphs 1 and 2, the porion not applicable may be deleted.

২। কর্তনকৃত/সংগৃহীত কর জমাদান/সমন্বয় করণের বিধানঃ

(ক) সরকারী দপ্তরসমূহের পরিশোধকারী (paying authority)/ সংগ্রহকারী (collecting authority) কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে-

সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে কর কর্তন/সংগ্রহ করা হইলে বিধি ১৩(এ) এর বিধান অনুযায়ী কর্তিত/সংগৃহীত কর একই দিনে জমা করিতে হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৪ এর বিধান মোতাবেক চালান জমা দিতে হইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে প্রচলিত নিয়মেই ঠিকাদার, সরবরাহকারী, সার্ভিস প্রদানকারী, ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের বিলসমূহ নিরীক্ষা/ট্রেজারী/জেলা হিসাব কার্যালয়/থানা হিসাব কার্যালয়ে পেশ করিবেন এবং উহাতে বিলের মোট দাবী (gross claim) হইতে কর্তযোগ্য করের পরিমাণ উল্লেখ করিবেন। নিরীক্ষা/ট্রেজারী/জেলা হিসাব কার্যালয়/থানা হিসাব কার্যালয়ে পুস্তকান্তর (book adjustment) এর মাধ্যমে কর্তনকৃত করের সমন্বয় করিতে হইবে। পরিবহন ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে "ক্রেডিট নোট" প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বেলায়ও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

(খ) সরকার ব্যতীত অন্যান্য পরিশোধকারী (paying authority)/ সংগ্রহকারী (collecting authority) কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে-

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৩(এ) এবং বিধি ১৪ এর বিধান মোতাবেক সরকার ব্যতীত অন্যান্য সকল কর্তৃপক্ষ কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর কর্তনের অথবা সংগ্রহের তারিখ অথবা কর্তনকারী ব্যক্তি কর্তৃক চালান প্রাপ্তির তারিখ (যেটি প্রযোজ্য) হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আয়কর চালানের মাধ্যমে সরকারী ট্রেজারী, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে জমা দিবেন। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য উপ কর কমিশনারের কার্যালয়ে চালানের কপি পাওয়া যাইবে।

(গ) কর জমা দেওয়ার "হেড অফ একাউন্ট":

উপরোক্ত বিধিমালা এর আওতায় সকল কর্তনকৃত অথবা সংগৃহীত কর নিম্নে বর্ণিত "হেড অফ একাউন্ট" এ সরকারী ট্রেজারী, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হইবেঃ

- (১) যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই করদাতা যদি কোম্পানী হন তাহা হইলে, "১-আয়কর-কোম্পানী" হেড অফ একাউন্টে জমা দিতে হইবে।
- (২) যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই করদাতা যদি কোম্পানী না হন তাহা হইলে, "২-আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য" হেড অফ একাউন্টে জমা দিতে হইবে।



(ঘ) কর্তনকৃত/সংগৃহীত কর সংক্রান্ত বিবরণী প্রেরণের বিধানঃ  
 অর্থ প্রদানকারী বা সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ (paying or collecting authority) যাহাদের নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গের তালিকায়ুক্ত একটি মাসিক বিবরণী 18(7) এ বর্ণিত ছকে (নিম্নে 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত) পরবর্তী মাসের পনের তারিখের মধ্যে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর 18(7) এ নোট অংশে নির্দিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষের (নিম্নে 'খ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত) নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১) মাসিক বিবরণীর নির্দিষ্ট ছক নিম্নে পুনঃ লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

Name and address of the paying or collecting authority ..... statement in respect of tax deducted under chapter VII of Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) for the month of ..... in the year .....

Sl. No.	Name and address	Amount of payment made/ received	date of payment or receipt payment	Amount of tax deduction/ collection	Rate of deduction/ collection
1	2	3	4	5	6

Challan no/token no. treasury voucher no. and date of deposit.	Nature of payment
7	8

Name and designation of the payment or collecting officer.

Date .....

Signature of the paying or collecting officer

(২) যে সকল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে (Rule 18(7) এর note দ্রষ্টব্য)

(i) উপরোক্ত মাসিক বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে ঢকা জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা" এর নিকট, চট্টগ্রাম জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম" এর নিকট রাজশাহী জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-রাজশাহী" এর নিকট এবং খুলনা জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-খুলনা" এর নিকট।

(ii) অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-কর কমিশনারের নিকট। সেখানে একটি জেলায় একাধিক উপ কর কমিশনার রহিয়াছেন বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে উপ কর কমিশনার, সার্কেল-১ এর নিকট।

- (iii) যে সকল জেলায় কোন কর দপ্তর নাই, সে সকল জেলার ক্ষেত্রে বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে উক্ত জেলা বা জেলাসমূহ যে উপ কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন তাহার নিকট।
- (iv) সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার অথবা উপ কর কমিশনারগণ কর্তনকৃত/সংগৃহীত করের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা/ট্রেজারী/জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইবেন।

ফকির ফিরোজ আহমেদ  
দ্বিতীয় সচিব (কর-৮)



নথি নং ৩(৩) কর-৮/৯২

তারিখ: ১৯/১১/৯২ ইং

পরিপত্র নং-১০ (আয়কর)

১৯৯২-৯৩

বিষয়: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ ধারা এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১১এ, ১৩, ১৪, ১৭বি ও ১৮ এর আওতায় উৎসে কর কর্তন এবং কর সংগ্রহ সংক্রান্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ প্রসংগে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে সর্বশেষ সংশোধনীর আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাড়ীভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ বিধানের ব্যাপারে নিম্নলিখিত স্পষ্টীকরণ প্রদান করিতেছে:

(ক) বাড়ীভাড়া (ধারা ৫৩এ এবং বিধি ১৭বি)।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩এ ধারা এবং আয়কর বিধি ১৭বি এর আওতায়-

(১) সরকার

(২) যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

(৩) যে কোন বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন

(৪) যে কোন বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের ইউনিটসমূহ

(৫) যে কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী

(৬) যে কোন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী

(৭) যে কোন ব্যাংকিং কোম্পানী

(৮) যে কোন বীমা কোম্পানী

(৯) যে কোন সমবায় ব্যাংক

(১০) যে কোন সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও

(১১) বিদেশ হইতে প্রাপ্ত দানের উপর নির্ভরশীল যে কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (NGO) কর্তৃক ভাড়াকৃত বাড়ীর মালিককে বাড়ী ভাড়া প্রদানের সময় ভাড়ার অংক হইতে নিম্নে বর্ণিত তফশীল অনুযায়ী কর কর্তন করিবেনঃ

ক্রমিক নং	পরিশোধের পরিমাণ	পরিশোধের উপর কর কর্তনের হার
(১)	যে ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ৭,৫০০/- টাকা	শূন্য
(২)	যে ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ৭,৫০০/- টাকার অধিক কিন্তু ১০,০০০/- টাকা অধিক নহে	২%

(৩)	যে ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ১০,০০০/- টাকার অধিক কিন্তু ২০,০০০/- টাকা অধিক নহে	৩%
(৪)	যে ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ২০,০০০/- টাকার অধিক কিন্তু ৩০,০০০/- টাকা অধিক নহে	৪%
(৪)	যে ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ৩০,০০০/- টাকার অধিক	৫%

(খ) উক্ত অধ্যাদেশের ৫৩এ(৩) ধারা এর বিধান মোতাবেক উপ কর কমিশনার বাড়ীর মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১১এ তে নির্দিষ্ট ছকে সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।  
ছকটি নীচে পুনঃ লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

"Certificate under section 53A(3) of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984):

To

.....  
(owner of house property)

.....

Address .....

.....

Certified that to the best of my belief for the assessment year(s)  
..... Mr./Mrs./Miss. .... the owner of house  
property situated at ..... is not likely to have any assessable  
income classifiable under the head "Income from house property". is  
exempted/is likely to be exempted from payment of income tax under  
paragraph 14 of Part A of The Sixth Schedule to the Income Tax  
Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) in respect of income from the  
said property.

I therefore, authorised the tenant/tenants (name of the tenant)  
..... of the said property not to deduct tax at the time of  
payment of rent to the owner upto the month of  
..... or until this certificate is cancelled.

Date .....

Signature .....

Designation .....

Circle .....

Place .....



(গ) (১) সরকারের পক্ষে কর কর্তন করিতেছেন একম অর্থ প্রদানকারী/পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে স্বাক্ষর প্রদান করিয়া নিম্নে বর্ণিত ছকে ৪ (চার) কপি কর কর্তন সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট বিলের সহিত প্রেরণ করিবেন। সার্টিফিকেটসমূহ প্রতিস্বাক্ষর প্রদান করার পর নিরীক্ষা কর্মকর্তা/ট্রেজারী কর্মকর্তা/জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা উক্ত সার্টিফিকেটের ২(দুই) কপি পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ (আহরণ ও ব্যয় কর্মকর্তা) এর নিকট ফেরত পাঠাইবেন। এই ২(দুই) কপি সার্টিফিকেটের ১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিককে প্রদান করিতে হইবে। অবশিষ্ট ২ (দুই) কপি সার্টিফিকেটের ১ (এক) কপি "রেজিস্ট্রীকৃত ডাক" যোগে আয়কর বিধি ১৮(৭) এর নোট অংশে নির্দিষ্ট (যাহা এই পরিপত্রে ৩(খ) অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে) নির্দিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অবশিষ্ট কপিটি হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক বা সামরিক হিসাব নিয়ন্ত্রক (যেইটি প্রযোজ্য) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর কর্তন সার্টিফিকেটের নির্দিষ্ট ছক নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

বিধি ১৮(৪) এ প্রদত্ত কর কর্তন সার্টিফিকেটের নির্দিষ্ট ছকে নিম্নে পুনঃ লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

"Certificate of deduction of tax under section 58 of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) to be issued by Government Offices in respect of rent of house property:

1. Certified that tax of taka ..... on account of house rent has been deducted from current bill amount of taka ..... at the rate appropriate to be slab specified in the rule 17B during the year ..... and has been shown as less to the gross claim of the present bill under submission.

Date .....

Drawing and Disbursing Officer

2. Tax deducted as above has been recorded as below:

(a) Token no. ....

(b) Treasury Voucher no. ....

(c) Date of submission of bill .....

Audit Officer  
Treasury Officer  
District Accounts Officer  
Thana Accounts Officer

- (২) সরকার ব্যতীত অন্যান্য অর্থ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উক্ত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে বা যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাকে নিম্নের নির্দেশ অনুযায়ী একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

"Certificate of deduction/collection of tax under section 58 of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) (other than tax in respect of (a) supply of goods, execution of contract or services rendered or (b) rent for house property hired by the Government).

1. Name and address of the person from whom tax has been deducted or collected :
2. Nature of payment made/received and the amount of payment :
3. Date of payment/receipt of payment :
4. Amount of tax deducted/collection :
5. The rate of deduction/collection :
6. Challan no./Token no./Treasury Voucher no. & date of payment of tax to the credit of the government :
7. Name and address of the paying or collecting authority :
8. Any other information :

Certified that the information given above is correct and complete.

Signature of the person  
responsible for making  
payment or collection

Date .....

Name and address

২। কর্তনকৃত/সংগৃহীত কর জমাদান/সমষ্টি করণের বিধানঃ

(ক) সরকারী দপ্তরসমূহের পরিশোধকারী (paying authority)/ সংগ্রহকারী (collecting authority) কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে-

সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে কর কর্তন/সংগ্রহ করা হইলে বিধি ১৩(এ) এর বিধান অনুযায়ী কর্তিত/সংগৃহীত কর একই দিনে জমা করিতে হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৪ এর বিধান মোতাবেক চালান জমা দিতে হইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে প্রচলিত নিয়মেই ঠিকাদার, সরবরাহকারী, সার্ভিস প্রদানকারী,



ইত্যাদি ব্যক্তি বর্গের বিলসমূহ নিরীক্ষা/ট্রেজারী/জেলা হিসাব কার্যালয়/থানা হিসাব কার্যালয়ে পেশ করিবেন এবং উহাতে বিলের মোট দাবী (gross claim) হইতে কর্তব্যোগ্য করের পরিমান উল্লেখ করিবেন। নিরীক্ষা/ট্রেজারী/জেলা হিসাব কার্যালয়/থানা হিসাব কার্যালয়ে পুস্তকান্তর (book adjustment) এর মাধ্যমে কর্তনকৃত করের সমন্বয় করিতে হইবে। পরিবহন ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে "ক্রেডিট নোট" প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বেলায়ও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

(খ) সরকার ব্যতীত অন্যান্য পরিশোধকারী (paying authority)/সংগ্রহকারী (collecting authority) কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে-

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৩(বি) এবং বিধি ১৪ এর বিধান মোতাবেক সরকার ব্যতীত অন্যান্য সকল কর্তৃপক্ষ কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর কর্তনের অথবা সংগ্রহের তারিখ অথবা কর্তনকারী ব্যক্তি কর্তৃক চালান প্রাপ্তির তারিখ (যেটি প্রযোজ্য) হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আয়কর চালানের মাধ্যমে সরকারী ট্রেজারী, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে জমা দবেন। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য উপ কর কমিশনারের কার্যালয়ে চালানের কপি পাওয়া যাইবে।

(গ) কর জমা দেওয়ার "হেড অফ একাউন্ট":

উপরোক্ত বিধিমালা এর আওতায় সকল কর্তনকৃত অথবা সংগৃহীত কর নিম্নে বর্ণিত "হেড অফ একাউন্ট" এ সরকারী ট্রেজারী, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হইবে:

(১) যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই করদাতা যদি কোম্পানী হন তাহা হইলে, "১-আয়কর-কোম্পানী" হেড অফ একাউন্টে জমা দিতে হইবে।

(২) যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই করদাতা যদি কোম্পানী না হন তাহা হইলে, "২-আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য" হেড অফ একাউন্টে জমা দিতে হইবে।

(ঘ) কর্তনকৃত/সংগৃহীত কর সংক্রান্ত বিবরণী প্রেরণের বিধানঃ

অর্থ প্রদানকারী বা সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ (paying or collecting authority) যাহাদের নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গের তালিকায়ুক্ত একটি মাসিক বিবরণী ১৪(৭) এ বর্ণিত ছকে (নিম্নে 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত) পরবর্তী মাসের পনের তারিখের মধ্যে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ১৪(৭) এ নোট অংশে নির্দিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষের (নিম্নে 'খ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত) নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১) মাসিক বিবরণীর নির্দিষ্ট ছক নিম্নে পুনঃ লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

Name and address of the paying or collecting authority  
..... statement in respect of tax deducted under

chapter VII of Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)  
for the month of ..... in the year .....

Sl. No.	Name and address	Amount of payment made/ received	date of payment or receipt payment	Amount of tax deduction/ collection
1	2	3	4	5

Rate of deduction/ collection	Challan no/token no. treasury voucher no. and date of deposit.	Nature of payment
6	7	8

Name and designation of the payment or collecting officer.

Date .....

Signature of the paying  
or collecting officer

- (২) যে সকল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে (Rule 18(7) এর note দ্রষ্টব্য):
- (i) উপরোক্ত মাসিক বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে ঢাকা জেলার জন্য “কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা” এর নিকট, চট্টগ্রাম জেলার জন্য “কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম” এর নিকট রাজশাহী জেলার জন্য “কর কমিশনার, কর অঞ্চল-রাজশাহী” এর নিকট এবং খুলনা জেলার জন্য “কর কমিশনার, কর অঞ্চল-খুলনা” এর নিকট।
- (ii) অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-কর কমিশনারের নিকট। সেখানে একটি জেলায় একাধিক উপ কর কমিশনার রহিয়াছেন বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে উপ কর কমিশনার, সার্কেল-১ এর নিকট।
- (iii) যে সকল জেলায় কোন কর দপ্তর নাই, সে সকল জেলার ক্ষেত্রে বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে উক্ত জেলা বা জেলা সমূহ যে উপ কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন তাঁহার নিকট
- (iv) সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার বা উপ কর কমিশনারগণ কর্তনকৃত বা সংগৃহীত করের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা/ট্রেজারী/জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইবেন।

ফকির ফিরোজ আহমেদ  
দ্বিতীয় সচিব (কর-৮)



নথি নং ৩(৩) কর-৮/৯২

তারিখঃ ১৫/১২/৯২ ইং

পরিপত্র নং-১১ (আয়কর)

১৯৯২-৯৩

বিষয়ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫১, ৫৩জি, ৫৫, ৫৬ ধারা এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৩, ১৪, ১৬, ১৭এ, ১৭সি, ১৭ডি, ১৭ই, ১৭এফ, ১৭জি ও ১৮ এর আওতায় উৎসে কর কর্তন এবং কর সংগ্রহ সংক্রান্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে সর্বশেষ সংশোধনীর আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাড়ীভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ বিধানের ব্যাপারে নিম্নলিখিত স্পষ্টীকরণ প্রদান করিতেছেঃ

১। **সিকিউরিটির উপর সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন (৫১ ধারা)ঃ**

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫১ ধারা অনুযায়ী "সিকিউরিটির উপর সুদ" খাতে আয় অর্জনকারী ব্যক্তিকে উক্ত সুদ পরিশোধকালে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত সুদের উপর সর্বোচ্চ হারে অথবা উক্ত সুদের উপর প্রযোজ্য হার, যেটি বেশী, সেই হারে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেন। তবে, যেক্ষেত্রে উপ কর কমিশনার এতদ্বিষয়ক কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে এই মর্মে প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করিবেন যে, তাহার বিশ্বাস মতে উল্লেখিত সুদের প্রাপকের/গ্রহীতার মোট আয় করযোগ্য সীমার চাইতে কম হইবে অথবা সর্বোচ্চ হারের চাইতে কর হার প্রযোজ্য হইবে সে ক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত উক্ত প্রত্যায়ন পত্র বাতিল না করা হইবে ততদিন পর্যন্ত কোনরূপ কর কর্তন ছাড়া অথবা প্রত্যায়ন পত্রে উল্লেখিত কম হারে কর কর্তন পূর্বক উল্লেখিত অর্থ প্রদান করা যাইবে। উল্লেখ্য যে, কোন কোম্পানী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অথবা তাহাদের পক্ষ হইতে ইস্যুকৃত কোন ডিবেঞ্চর এর উপর প্রদেয় সুদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২। **ইন্ভেস্টিং কমিশন এবং শিপিং এজেন্সী কমিশন (৫২ ধারা/বিধি ১৭)ঃ**

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা এবং আয়কর বিধি ১৭ এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক কিংবা যে কোন তফশীলী ব্যাংক যাহাদের মাধ্যমে ইন্ভেস্টিং কমিশন অথবা শিপিং এজেন্সী কমিশন দেশে গৃহীত হইয়া থাকে অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যাহারা অনুরূপ কমিশন পরিশোধ করিবে তাহার উক্ত কমিশনের উপর ৫% হারে আয়কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করিবেন।

- ৩। আমদানীকারকদের নিকট হইতে উৎসে কর কর্তন (৫৩ ধারা/বিধি ১৭এ):  
 আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ ধারা এবং আয়কর বিধি ১৭এ অনুযায়ী কালেক্টর অব কাষ্টমস অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার নিম্নে (ক) ও (খ) তে বর্ণিত দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য সকল প্রকার দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে আমদানীকারকদের নিকট হইতে আমদানী মূল্যের (যাহা শুদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ণীত) ২.৫% হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহ করিবেন।
- (ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি (capital machinery) যাহা রেয়াতী হারে আমদানী শুদ্ধ প্রদানের সুবিধা ভোগ করিতেছে।
- (খ) কাঁচামাল যাহা বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত শিল্পের জন্য আমদানী করা হয়।

- ৪। লভ্যাংশ (dividend) আয় হইতে উৎসে কর কর্তন (৫৪ ধারা/বিধি ১৫):  
 আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৪ ধারা এবং আয়কর বিধি ১৫ অনুযায়ী লভ্যাংশ আয়ের ক্ষেত্রে প্রদানকারী কোম্পানী কর্তৃক করদাতার পর্যায় ভেদে নিম্নরূপ হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে:

লভ্যাংশ গ্রহণকারী শেয়ার হোল্ডার	কর কর্তনের হার
নিবাসী কোম্পানী	১৫%
নিবাসী অ-কোম্পানী	১০%
অনিবাসী কোম্পানী	১৫%
অনিবাসী অ-কোম্পানী	৩০%

তবে, উপ কর কমিশনার কোম্পানী ব্যতীত কোন নিবাসী শেয়ার হোল্ডারকে যদি এইরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে, উক্ত শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক এক বা একাধিক পাবলিক লিঃ কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সর্বসাকুল্যে ৩০ হাজার টাকার অধিক হইবে না, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না। অনুরূপভাবে কোন অনিবাসী শেয়ার হোল্ডারের লভ্যাংশ আয় উল্লেখিত হারের চাইতে কম হারে করারোপনযোগ্য বলিয়া উপ কর কমিশনার সার্টিফিকেট প্রদান করিলে সেই সার্টিফিকেটে উল্লেখিত হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে।

- ৫। জনশক্তি রণ্তানী (৫৩বি ধারা/বিধি ১৭সি):  
 আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ ধারা এবং আয়কর বিধি ১৭সি এর বিধানের আওতায় মহা-পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কর সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে জনশক্তি রণ্তানীকারকগণের নিকট হইতে রণ্তানী করা হইবে এমন প্রতি ব্যক্তির জন্য প্রবাসন ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সার্ভিস অথবা ফিস এর উপ ৬.২৫ % হারে আয়কর সংগ্রহ করিবেন।

- ৬। প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় (৫৩সি ধারা/বিধি ১৭ডি):  
 আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩সি ধারা এবং আয়কর বিধি ১৭ডি এর বিধানের আওতায়-

(১) সরকার



- (২) যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
- (৩) যে কোন বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন
- (৪) যে কোন বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের ইউনিটসমূহ
- (৫) যে কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
- (৬) যে কোন ব্যাংকিং কোম্পানী
- (৭) যে কোন বীমা কোম্পানী
- (৮) যে কোন সমবায় ব্যাংক
- (৯) যে কোন সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

এর মালামাল ও সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয়কালে বিক্রয়কারী বিক্রিত মালামাল ও সম্পত্তির বিক্রয় মূল্যের উপ ৩% হারে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহ করিবেন। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়কর সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ বিক্রিত মালামাল ও সম্পত্তির দখল ক্রেতার নিকট অর্পণ করার পূর্বেই আয়কর সংগ্রহ করিবেন।

৭। চিত্রাভিনয়ের পারিশ্রমিক (৫৩ডি ধারা/বিধি ১৭ই):

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ডি ধারা এবং আয়কর বিধি ১৭ই এর বিধানের আওতায় চিত্রাভিননেরতা ও চিত্রাভিনয়ের পারিশ্রমিক বাবদ যে কোন প্রকারের পরিশোধ (payment) এর জন্য দায়ী ব্যক্তি পরিশোধের সময় দেয় পারিশ্রমিকের উপর ৫% হারে অগ্রিম আয়কর কর্তন করিবেন। যেই ক্ষেত্রে কোন আয় বৎসরে প্রদত্ত পারিশ্রমিক মোট ৩৬,০০০/- টাকার উর্ধে হইবে না, সেই ক্ষেত্রে প্রদত্ত পারিশ্রমিকের উপর অগ্রিম কর কর্তনের এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৮। ট্রাভেল এজেন্সী কমিশন (৫২ ধারা/বিধি ১৭এফ):

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা এবং আয়কর বিধি ১৭এফ এর বিধান মোতাবেক সকল এয়ার লাইন বিমান টিকেট বিক্রয় এবং মালামাল পরিবহনের ভাড়ার উপর ট্রাভেল এজেন্টকে দেয় কমিশনের উপর ৩% হারে অগ্রিম আয়কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করিবেন।

৯। কমিশন বা ফি হইতে উৎসে কর কর্তন (৫৩ই ধারা/বিধি ১৭জি):

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ই ধারা এবং আয়কর বিধি ১৭জি অনুসারে যে কোন বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন অথবা কর্তৃপক্ষ অথবা উহার মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানী অথবা এন্টারপ্রাইজ এবং ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনে অধীনে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী উহার উৎপাদিত নিম্নে বর্ণিত যে কোন পণ্য বিতরণ বা বাজারজাতকরণের জন্য কোন পরিবেশক অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন কমিশন বা ফিস প্রদান করিলে উক্ত কমিশন বা ফিস ক্রেডিটকরণ বা পরিশোধকরণ (যেটি আগে হয়) এর সময় উহার উপর ৫% হারে অগ্রিম আয়কর কর্তন/সংগ্রহ করিবেন।

উৎপাদিত পণ্যের নামঃ

- (ক) সিগারেট
- (খ) হালকা পানীয় (light beverage)
- (গ) রেডিও
- (ঘ) টেলিভিশন
- (ঙ) বৈদ্যুতিক বাস
- (চ) কাগজ (paper)
- (ছ) নিউজপ্রিন্ট
- (জ) গ্লাস শীট
- (ঝ) মোটর সাইকেল

১০। বীমা কোম্পানী কর্তৃক দেয় কমিশনের উপর আয়কর কর্তন (৫৩জি ধারা)ঃ  
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩জি ধারা অনুসারে বীমা পলিসি সংগ্রহের জন্য বীমা কোম্পানী কর্তৃক কোন নিবাসীকে (এজেন্টদেরকে) দেয় কমিশনের উপর উক্ত বীমা কোম্পানীকে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করিতে হইবে।

১১। লটারী হইতে আয়ের উপর উৎসে আয়কর কর্তন (৫৫ ধারা এবং দ্বিতীয় তফশীলের অনুচ্ছেদ ৩(বি)ঃ  
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৫ ধারা অনুসারে লটারী বিজয়ীকে অর্থ প্রদানের সময় অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর দ্বিতীয় তফশীলের অনুচ্ছেদ ৩(বি) অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেনঃ

ক্রমিক নং	টাকার পরিমাণ	হার
(১)	প্রথম ২৫,০০০/- টাকা	৫%
(২)	পরবর্তী ২৫,০০০/- টাকা	১৫%
(৩)	পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা	২৫%
(৪)	পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা	৩৫%
(৪)	অবশিষ্ট	৪৫%

১২। অনিবাসী এর আয় হইতে উৎসে কর কর্তন (৫৬ ধারা)ঃ  
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৬ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কোন অনিবাসীকে (যদি না উক্ত অনিবাসী নিজেই এজেন্ট হিসাবে উক্ত অর্থের উপর কর প্রদানে দায়বদ্ধ থাকেন) আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় করযোগ্য হয় এমন অর্থ প্রদানকালে নিম্নরূপে উৎসে আয়কর কর্তন করিবেনঃ

- (ক) অর্থ গ্রহণকারী যদি কোম্পানী হন -কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য হারে।
- (খ) অর্থ গ্রহণকারী যদি কোম্পানী ব্যতীত অন্য কেহ হন -৩০% হারে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন অনিবাসী এর দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া উপ কর কমিশনার এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে, সংশ্লিষ্ট অনিবাসী করদাতার উপর কর আরোপ্য হইবে না অথবা উপরোল্লিখিত হার অপেক্ষা কম হারে কর আরোপ্য হইবে, তাহা হইলে উক্ত সার্টিফিকেট অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।



১৩। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৫, ১৯, ১৭এ, ১৭সি, ১৭ডি, ১৭ই, ১৭এফ, ১৭জি এবং আয়কর অধ্যাদেশের ৫১, ৫৩জি, ৫৫, ৫৬ ধারা :

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৫, ১৯, ১৭এ, ১৭সি, ১৭ডি, ১৭ই, ১৭এফ, ১৭জি এবং আয়কর অধ্যাদেশের ৫১, ৫৩জি, ৫৫, ৫৬ ধারা এর বিধান মোতাবেক লভ্যাংশ আয়, ইন্ডেন্টিং কমিশন এবং শিপিং এজেন্সী কমিশন, আমদানী, জনশক্তি রপ্তানী, প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয়, চিত্রাভিনয়ের পারিশ্রমিক, ট্রাভেল এজেন্সী কমিশন, উৎপাদিত পণ্যের পরিবেশকের কমিশন অথবা ফি এর আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন অথবা সংগ্রহের জন্য দাবী সকল অর্থ প্রদানকারী এবং সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উক্ত অর্থ প্রদান (payment) করা হইয়াছে বা যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাকে নিম্নের নির্দেশ (form) অনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

"Certificate of deduction/collection of tax under section 58 of the Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) (other than tax in respect of (a) supply of goods, execution of contract or services rendered or (b) rent for house property hired by the Government).

1. Name and address of the person from whom tax has been deducted or collected :
2. Nature of payment made/received and the amount of payment :
3. Date of payment/receipt of payment :
4. Amount of tax deducted/collection :
5. The rate of deduction/collection :
6. Challan no./Token no./Treasury Voucher no. & date of payment of tax to the credit of the government :
7. Name and address of the paying or collecting authority :
8. Any other information :

Certified that the information given above is correct and complete.

Signature of the person  
responsible for making payment  
or collection

Date .....

Name and address

১৪। কর্তনকৃত/সংগৃহীত কর জমাদান/সমন্বয় করণের বিধানঃ

(ক) সরকারী দপ্তরসমূহের পরিশোধকারী (paying authority)/ সংগ্রহকারী (collecting authority) কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে-

সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে কর কর্তন/সংগ্রহ করা হইলে বিধি ১৩(এ) এর বিধান অনুযায়ী কর্তিত/সংগৃহীত কর একই দিনে জমা করিতে হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৪ এর বিধান মোতাবেক চালান জমা দিতে হইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে প্রচলিত নিয়মেই ঠিকাদার, সরবরাহকারী, সার্ভিস প্রদানকারী, ইত্যাদি ব্যক্তি বর্গের বিলসমূহ নিরীক্ষা/ট্রেজারী/জেলা হিসাব কার্যালয়/থানা হিসাব কার্যালয়ে পেশ করিবেন এবং উহাতে বিলের মোট দাবী (gross claim) হইতে কর্তব্যোগ্য করের পরিমাণ উল্লেখ করিবেন। নিরীক্ষা/ ট্রেজারী/ জেলা হিসাব কার্যালয়/থানা হিসাব কার্যালয়ে পুস্তকান্তর (book adjustment) এর মাধ্যমে কর্তনকৃত করের সমন্বয় করিতে হইবে। পরিবহন ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে "ক্রেডিট নোট" প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বেলায়ও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

(খ) সরকার ব্যতীত অন্যান্য পরিশোধকারী (paying authority)/ সংগ্রহকারী (collecting authority) কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে-

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৩(বি) এবং বিধি ১৪ এর বিধান মোতাবেক সরকার ব্যতীত অন্যান্য সকল কর্তৃপক্ষ কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর কর্তনের অথবা সংগ্রহের তারিখ অথবা কর্তনকারী ব্যক্তি কর্তৃক চালান প্রাপ্তির তারিখ (যেটি প্রযোজ্য) হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আয়কর চালানের মাধ্যমে সরকারী ট্রেজারী, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে জমা দিবেন। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য উপ কর কমিশনারের কার্যালয়ে চালানের কপি পাওয়া যাইবে।

(গ) কর জমা দেওয়ার "হেড অফ একাউন্ট":

উপরোক্ত বিধিমালা এর আওতায় সকল কর্তনকৃত অথবা সংগৃহীত কর নিম্নে বর্ণিত "হেড অফ একাউন্ট" এ সরকারী ট্রেজারী, বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হইবেঃ

(১) যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই করদাতা যদি কোম্পানী হন তাহা হইলে, "১-আয়কর-কোম্পানী" হেড অফ একাউন্টে জমা দিতে হইবে।

(২) যে করদাতা হইতে কর কর্তন অথবা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই করদাতা যদি কোম্পানী না হন তাহা হইলে, "২-আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য" হেড অফ একাউন্টে জমা দিতে হইবে।



(ঘ) কর্তনকৃত/সংগৃহীত কর সংক্রান্ত বিবরণী প্রেরণের বিধানঃ

অর্থ প্রদানকারী বা সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ (paying or collecting authority) যাহাদের নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গের তালিকায়ুক্ত একটি মাসিক বিবরণী 18(7) এ বর্ণিত ছকে (নিম্নে 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত) পরবর্তী মাসের পনের তারিখের মধ্যে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর 18(7) এ নোট অংশে নির্দিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষের (নিম্নে 'খ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত) নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১) মাসিক বিবরণীর নির্দিষ্ট ছক নিম্নে পুনঃ লিপিবদ্ধ করা হইলঃ

Name and address of the paying or collecting authority .....  
statement in respect of tax deducted under chapter VII of Income  
Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) for the month of .....  
in the year .....

Sl. No.	Name and address	Amount of payment made/ received	date of payment or receipt payment	Amount of tax deduction/ collection
1	2	3	4	5

Rate of deduction/ collection	Challan no/token no. treasury voucher no. and date of deposit.	Nature of payment
6	7	8

Name and designation of the payment or collecting officer.

Date .....

Signature of the paying  
or collecting officer

(২) যে সকল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে (Rule 18(7) এর note দ্রষ্টব্য)

(i) উপরোক্ত মাসিক বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে ঢাকা জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা" এর নিকট, চট্টগ্রাম জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম" এর নিকট রাজশাহী জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-রাজশাহী" এর নিকট এবং খুলনা জেলার জন্য "কর কমিশনার, কর অঞ্চল-খুলনা" এর নিকট।

(ii) অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-কর কমিশনারের নিকট। সেখানে একটি জেলায় একাধিক উপ কর কমিশনার রহিয়াছেন বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে উপ কর কমিশনার, সার্কেল-১ এর নিকট।

- (iii) যে সকল জেলায় কোন কর দপ্তর নাই, সে সকল জেলার ক্ষেত্রে বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে উক্ত জেলা বা জেলা সমূহ যে উপ কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন তাহার নিকট
- (iv) সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার বা উপ কর কমিশনারগণ কর্তনকৃত বা সংগৃহীত করের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা/ট্রেজারী/জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/থানা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইবেন।

ফকির ফিরোজ আহমেদ  
দ্বিতীয় সচিব (কর-৮)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৩(৩) কর-৮/৯২

তারিখঃ ১৫/১২/৯২ ইং

পরিপত্র নং-১২ (আয়কর)  
১৯৯২-৯৩

বিষয়ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩এফ ধারা এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৭ এইচ এর আওতায় উৎসে কর কর্তন এবং কর সংগ্রহ সংক্রান্ত বিধানের সম্প্রসারণ প্রসংগে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে সর্বশেষ সংশোধনীর আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সঞ্চয়ী, নির্ধারিত ও মেয়াদী আমানতের (savings, fixed and term deposits) ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত বিধানের ব্যাপারে নিম্নলিখিত সম্প্রসারণ প্রদান করিতেছেঃ

১। সঞ্চয়ী, নির্ধারিত ও মেয়াদী আমানতের উপর সুদ/লাভ হইতে উৎসে কর কর্তন (ধারা ৫৩এফ/বিধি ১৭এইচ)ঃ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩এফ ধারা ও আয়কর বিধি ১৭এইচ অনুসারে সমবায় ব্যাংকসহ সকল তফশীলী ব্যাংকের শাখা, সঞ্চয়ী, নির্ধারিত ও মেয়াদী আমানতের (savings, fixed and term deposits) উপর দেয় সুদ কিংবা লাভের অংশ কোন নিবাসী আমনতকারীকে প্রদান করার সময় অথবা ইহা আমনতকারীর হিসাবে ক্রেডিট করার সময় (যেইটি আগে হয়) ইহার উপর ১০% হারে আয়কর কর্তন করিবেন এবং কর্তনকৃত করের মোট পরিমাণ সম্পর্কে তাহার প্রধান কার্যালয়ে বিবরণী পাঠাইবেন। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ইহার শাখাসমূহ কর্তৃক প্রেরিত/কর্তনকৃত সমুদয় করকে "আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ এফ ধারা মোতাবেক আয়কর কর্তন" বলিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকে" ২-আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য" হেড অফ এ্যাকাউন্টে জমা করিবেন এবং জমাকৃত কর এর বিবরণী নিম্নের তফশীল অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফর্মে (নিম্নে প্রদত্ত) পরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

তফশীল

ক্রমিক	বিবরণী	পৌঁছানোর সময়সীমা
(ক)	১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রদানকৃত বা ক্রেডিটকৃত সুদ বা লাভের হিস্যা এর উপর কর্তনকৃত আয়কর এর বিবরণী।	৩১শে অক্টোবরের মধ্যে
(খ)	১লা অক্টোবর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রদানকৃত বা ক্রেডিটকৃত সুদ	৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে

	বা লাভের হিস্যা এর উপর কর্তনকৃত আয়কর এর বিবরণী।	
(গ)	১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রদানকৃত বা ক্রেডিটকৃত সুদ বা লাভের হিস্যা এর উপর কর্তনকৃত আয়কর এর বিবরণী।	৩০শে এপ্রিলের মধ্যে
(ঘ)	১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রদানকৃত বা ক্রেডিটকৃত সুদ বা লাভের হিস্যা এর উপর কর্তনকৃত আয়কর এর বিবরণী।	৩০শে জুলাই এর মধ্যে

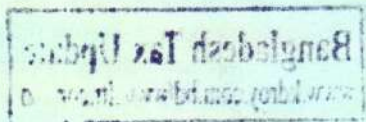
### Form

Total amount of interest/there of profit credited/paid in respect of saving/term /fixed deposits.	Amount of tax deposited	Challan No./Token No. /Treasury Voucher No. & date of deposit	Remarks
1	2	3	3

উপরোক্ত বিবরণী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এমন একজন কর্মকর্তা স্বাক্ষর করিবেন যাঁহার পদমর্যাদা মহাব্যবস্থাপক (জেনারেল ম্যানেজার) এর নিম্নে নহে।



ফকির ফিরোজ আহমেদ  
দ্বিতীয় সচিব (কর-৮)





নথি নং ৬(২৭) কর-৮/৮২ (অংশ-২)

তারিখঃ ১০/০২/৯৩ ইং

পরিপত্র নং-১৩ (আয়কর)

১৯৯২-৯৩

**বিষয়ঃ** ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এইরূপ বাস/মিনিবাস/ট্রাক/ট্যাংকলরী এর মালিকদের ক্ষেত্রে অনুমিত আয়ের ভিত্তিতে আয়কর পরিশোধ প্রসংগে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে অবগত হইয়াছে যে, ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় এইরূপ বাস/মিনিবাস/ট্রাক/ট্যাংকলরী এর মালিকদের ক্ষেত্রে অনুমিত আয়ের ভিত্তিতে আয়কর পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ প্রসংগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে চলতি বৎসরে কোন সার্কুলার জারী না হওয়ায় কর পরিশোধ/কর গ্রহণ এর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলে কিছুটা অস্পষ্টতা সৃষ্টি হইয়াছে।

- ২। এ প্রসংগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে ১২/১০/৯১ ইং তারিখে জারীকৃত পরিপত্র নং-৮, আয়কর/৯১ এর প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। উক্ত পরিপত্রের "ঘ" অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কর বৎসর ১৯৯২-৯৩ ও তৎপরবর্তী কর বৎসর সমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট আয় বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অনুমিত আয়কর সংশ্লিষ্ট পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে। ফলে, এতদ্বিষয়ে প্রতি বৎসর সার্কুলার জারীর প্রয়োজন বিলুপ্ত হইয়াছে।
- ৩। উল্লেখ্য, এতদসংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে ১৯৯১ ইং এর অক্টোবর এবং ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ করা হইয়াছে।
- ৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে যে, বর্তমান স্পষ্টীকরণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে অনুমিত আয়কর পরিশোধ/আয়কর গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অস্পষ্টতার নিরসন হইবে।

**Bangladesh Tax Update**  
[www.kdroy.com.bd/](http://www.kdroy.com.bd/)

পারভেজ ইকবাল  
দ্বিতীয় সচিব (কর)